সংবাদ

তারিখ 13 APR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

দেশে টেক্সটাইল শিক্ষা সম্প্রসারণ জরুরি

অসিত মজুমদার

দেশের অর্থনীতি এক সময় পাটের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত পাট বিশ্ববাজারে দাপটের সঙ্গে বিচরণ করেছে। কিন্তু ৭০-এর দশক হতে পাটের বিকল্প হিসেবে কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার শুরু হলে পাট শিল্পে ধস নামে। দেশের অর্থনীতির ওই ক্রান্তিকালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলনের ফলে আমেরিকা-কানাডা এবং ইউরোপে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকে শিল্প মর্যাদাজনক অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাম্প্রতিককালে চীন, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প হিসেবে সুতা, বস্ত্র ও রঞ্জন শিল্পে অবিস্মরণীয় বিকাশ সাধিত হয়েছে। দেশের শিল্পে মূল্য সংযোজনের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের অবদান শতকরা ৪০ ভাগ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রায় ৭৬ ভাগ আসে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় হতে। জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১০.৫ ভাগ। এ শিল্পের অগ্রগতির ফলে দেশের ব্যাংক, বীমা, শিপিং, পরিবহন, হোটেল ও পর্যটন, প্রসাধনী ইত্যাদি শিল্পের বিকাশ সাধিত হয়েছে। বিগত এক দশকে সুতা উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় শতকরা ১৯০ ভাগ, আধুনিক তাঁতে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬৭৮০ ভাগ। নিট পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১০১০ ভাগ। ২০০৮ সাল নাগাদ সুতা ও বস্ত্র খাতে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে আরও শতকরা ৬৬ ভাগ। এদিকে এ শিল্পে চাহিদানুযায়ী দক্ষ ও শিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ স্থানীয় ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। সে সুযোগে ভারতীয়, পাকিস্তানি, শ্রীলঙ্কান, কোরিয়ান প্রযুক্তিবিদ বা কারিগররা এ দেশে কাজ করছেন এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে দেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দেশে একটি মাত্র সরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে টেক্সটাইলে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা দান করা হতো। প্রয়োজনীয়তার তাগিদে কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্স প্রবর্তন করে চাহিদা মেটাতে উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু তা পর্যাপ্ত না হওয়াতে শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদদের বর্তমানে চাহিদা তীব্রতর হয়ে আসছে। শিল্পের এ চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু করেছে। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্রেডিট ঘণ্টা ১৯০ যা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বাধিক। এ ছাড়া আরও ১৫ ক্রেডিট ঘণ্টার কোর্স CEP বাধ্যতামূলক। এ ছাড়াও শিল্প ব্যবস্থাপনা ও ডুট প্রসেসিংকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পাঠদান করা হয়ে থাকে। স্পেশিয়ালাইজেশন বিষয়গুলো হলো- ইয়ার্ন মেনুফ্যাকচারিং, ফেব্রিক্স মেনুফ্যাকচারিং, ওয়েট প্রসেসিং (ডাইং প্রিন্টিং) এবং গার্মেন্টস টেকনোলজি। শিক্ষার্থীদের চালু শিল্পে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষা পদ্ধতি ব্যতিক্রমধর্মী। বাস্তব প্রশিক্ষণকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া

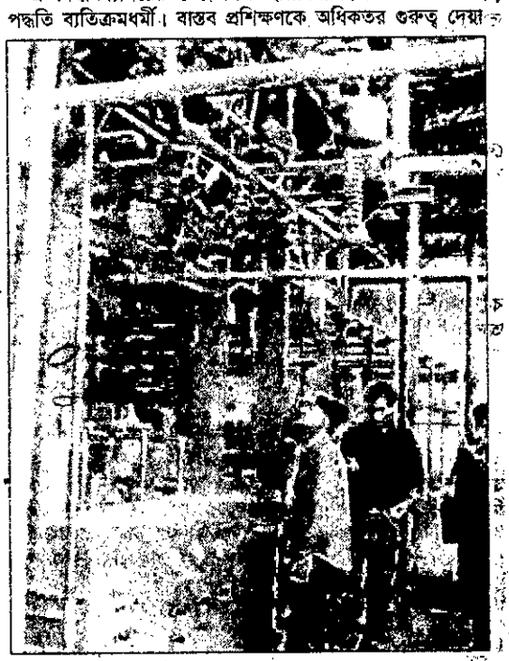

হয়। প্রতি সেমিস্টারে মিল ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়। নিজস্ব ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার, বস্ত্র, নিট ল্যাব রয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত ফ্যাকাল্টিরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষাদান করে থাকেন। ঘন ঘন সেমিনার, প্রদর্শনী, ইত্যাদির আয়োজিত হয়। ছাত্রদের চিত্তবিনোদন ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে পিকনিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই বিভাগে 'টেক্সটাইল রিসার্চ আন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা এদেশে এ প্রথম করা হলো। স্বল্পতম সময়ে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্টদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।